



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 659 - 666

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

সাংখ্য বহুপুরুষবাদ ও জীব-জগতের বৈচিত্র্য : একটি দার্শনিক অনুসন্ধান

সেখ নূর আপসার

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়, মল্লারপুর, বীরভূম

Email ID : nur.tamanna11@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Samkhya,
Purusha, Prakriti,
Plurality of Selves,
Gunas, Diversity,
Indian Philosophy,
Liberation, Tattvas.

Abstract

Samkhya philosophy, an ancient and influential school of Indian thought, is fundamentally dualistic, positing two independent realities: Purusha (pure consciousness) and Prakriti (primordial matter). This research paper delves into Samkhya's unique doctrine of 'plurality of Purushas' and its profound implications for understanding the diversity of living beings. Unlike monistic traditions, Samkhya asserts the existence of multiple, distinct Purushas to logically explain the varied experiences of birth, death, enjoyment, suffering and liberation observed across individuals. The paper meticulously examines the foundational arguments for this plurality, drawing insights from classical texts like the Samkhya Karika and commentaries by revered scholars such as Vacaspati Misra and Vijñānabhikṣu. Furthermore, it explores how Prakriti, composed of the three dynamic Gunas (Sattva, Rajas, Tamas), undergoes sequential evolution to manifest the diverse physical and mental forms of the cosmos. This intricate interplay between the numerous inactive Purushas and the active, ever-changing Prakriti provides a comprehensive framework to comprehend the vast spectrum of life's manifestations. The study highlights Samkhya's philosophical depth, its unique approach to causality and its ultimate aim to achieve liberation through the discerning knowledge of the distinction between Purusha and Prakriti. This paper seeks to illuminate the profound wisdom embedded within Samkhya thought, make its complex concepts accessible.

Discussion

ভূমিকা : সাংখ্য দর্শনের দ্বৈতবাদী প্রেক্ষাপট - ভারতীয় দর্শনের সুপ্রাচীন ও প্রভাবশালী শাখাগুলির মধ্যে সাংখ্য দর্শন অন্যতম, যা মহর্ষি কপিল কর্তৃক প্রণীত বলে কথিত। এই দর্শন কঠোর দ্বৈতবাদী কাঠামোর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। সাংখ্য মতে, জগৎ দুটি মৌলিক ও স্বাধীন সত্তার সমন্বয়ে গঠিত - 'পুরুষ' (বিশুদ্ধ চেতন্য) এবং 'প্রকৃতি' (আদি-পদার্থ বা

জড় শক্তি)। পুরুষকে পরম, স্বাধীন, মুক্ত এবং ইন্দ্রিয় উপলব্ধির বাইরে চৈতন্যময় সত্তা হিসেবে বর্ণনা করা হয়, যা কোনো অভিজ্ঞতা বা শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। পুরুষকে ‘চিৎস্বরূপ’ বা ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয়, যা স্বপ্রকাশ এবং চৈতন্যের আলোকেই সবকিছু প্রকাশিত হয়। এটি নির্গুণ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত। সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি প্রকৃতির ধর্ম, পুরুষের নয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও অকর্তা, কোনো কিছুর কারণও নয়, আবার কোনো কিছুর বিকার বা পরিণামও নয়। পুরুষ প্রকৃতির মতোই অজ (জন্মহীন) ও নিত্য। পুরুষকে ‘সাক্ষী’ বলা হয়, কারণ এটি প্রকৃতির কার্যকলাপের উদাসীন দ্রষ্টা। অন্যদিকে, প্রকৃতি হল জড়, অচেতন, সদা পরিণামী (পরিবর্তনশীল) এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সমন্বয়ে গঠিত। এটি জগতের সকল বস্তুর মূল উপাদান কারণ। সাংখ্য দর্শনে এই মৌলিক দ্বৈতবাদী ভিত্তিই বহুপুরুষবাদ এবং জীব-জগতের বৈচিত্র্য আলোচনার মূল চাবিকাঠি। এটি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেছে, যা অদ্বৈত বেদান্তের একত্ববাদের থেকে ভিন্ন।

সাংখ্য দর্শনের একটি মৌলিক ও বিতর্কিত ধারণা হল ‘বহুপুরুষবাদ’, অর্থাৎ পুরুষের বহুত্ব স্বীকার। এই ধারণা অদ্বৈত বেদান্তের ‘ব্রহ্ম এক’ ধারণার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। জীব-জগতের আপাত বৈচিত্র্য, যেমন— জন্ম, মৃত্যু, ভোগ, কর্মফল, মুক্তি এবং ত্রিগুণের তারতম্য — এই সবকিছুকে ব্যাখ্যা করার জন্য সাংখ্য বহুপুরুষবাদকে অপরিহার্য মনে করে। এই দুটি ধারণা সাংখ্য দর্শনের মূল স্তম্ভ, যা কেবল তত্ত্বীয় আলোচনা নয়, জীবের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, দুঃখ নিবৃত্তি এবং মোক্ষলাভের পথকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

এই গবেষণাপত্র সাংখ্য দর্শনের বহুপুরুষবাদ এবং জীব-জগতের বৈচিত্র্যকে কেবল তথ্যগতভাবে উপস্থাপন করবে না, এর অন্তর্নিহিত দার্শনিক গভীরতা, এবং কার্যকারণ সম্পর্কে উন্মোচন করবে। মূল সাংখ্যকারিকা, বাচস্পতি মিশ্রের তত্ত্বকৌমুদী এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা ব্যবহার করে প্রামাণিকতা নিশ্চিত করা হবে। এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হল পাঠককে সাংখ্য চিন্তার জটিল জালে প্রবেশ করিয়ে সামগ্রিক ও গভীর উপলব্ধির দিকে চালিত করা, যেখানে প্রতিটি তত্ত্ব বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়, মহাবিশ্বের সুসংহত ব্যাখ্যার অংশ।

সাংখ্য দর্শনের এই দ্বৈতবাদী কাঠামো অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের একত্ববাদ থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। এই স্বতন্ত্রতা জীবজগতের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় ভিন্ন পথ উন্মোচন করে। জগতে জন্ম, মৃত্যু, ভোগ, মুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জীবের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য দেখা যায়। সাংখ্যের পুরুষতত্ত্ব অনুযায়ী, পুরুষকে নিষ্ক্রিয়, অকর্তা, নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপ বলা হয়েছে। যদি পুরুষ এক ও অভিন্ন হত, তাহলে এই বৈচিত্র্য কীভাবে সম্ভব হত, তা একটি মৌলিক প্রশ্ন। যদি এক পুরুষই সকল জীবের আত্মা হত, তাহলে একজনের জন্ম-মৃত্যু, ভোগ-মুক্তি সকলের জন্য প্রযোজ্য হত, যা বাস্তবতার সাথে মেলে না। প্রতিটি জীব স্বতন্ত্রভাবে জন্ম নেয়, মারা যায়, ভোগ করে এবং মুক্তি লাভ করে। এই বাস্তব বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করার জন্য সাংখ্যকে বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়েছে। এটি একপুরুষ থেকে বহুপুরুষের উৎপত্তির ধারণার পরিবর্তে, বহু পুরুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উপর জোর দেয়। সাংখ্যের এই বহুপুরুষবাদ কেবল তত্ত্বীয় দর্শন নয়, জীবের দুঃখ নিবৃত্তি এবং মোক্ষলাভের ধারণাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্রতিটি পুরুষের নিজস্ব মোক্ষলাভের পথ রয়েছে, যা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিবেকজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এটি ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক যাত্রার উপর জোর দেয়, যা সার্বজনীন মুক্তির ধারণার (যেমন অদ্বৈত বেদান্তে) থেকে ভিন্ন। সাংখ্য দর্শনের মূল লক্ষ্য ত্রিবিধ দুঃখের আত্মস্তিক নিবৃত্তি এবং কৈবল্য বা মুক্তি লাভ। পুরুষ স্বরূপত নিত্যমুক্ত হলেও অজ্ঞানের কারণে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে দুঃখ ভোগ করে। যোহেতু পুরুষ বহু, তাই প্রতিটি পুরুষের জন্য স্বতন্ত্র বন্ধন ও মুক্তির সম্ভাবনা থাকে। এর অর্থ হল - এক পুরুষের মুক্তি অন্য পুরুষের মুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। এটি ব্যক্তিগত সাধনা, বিবেকজ্ঞান এবং আত্ম-উপলব্ধির উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করে।

পুরুষতত্ত্ব : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য - সাংখ্য দর্শনে আত্মাকেই ‘পুরুষ’ বলা হয়েছে। পুরুষ হল বিশুদ্ধ চৈতন্য, যা পরম, স্বাধীন, মুক্ত এবং ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বাইরে। কোনো অভিজ্ঞতা বা শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। পুরুষকে ‘চিৎস্বরূপ’ বা ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলা হয়। এটি স্বপ্রকাশ এবং চৈতন্যের আলোকেই সবকিছু প্রকাশিত হয়। পুরুষ নির্গুণ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত। সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি প্রকৃতির ধর্ম, পুরুষের নয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও অকর্তা। কোনো কিছুর

কারণও নয়, আবার কোনো কিছুই বিকার বা পরিণামও নয়। পুরুষ প্রকৃতির মতোই অজ (জন্মহীন) ও নিত্য। পুরুষকে ‘সাক্ষী’ বলা হয়, কারণ এটি প্রকৃতির কার্যকলাপের উদাসীন দ্রষ্টা। পুরুষের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিই সাংখ্য দর্শনের অনন্যতা প্রমাণ করে এবং কেন বহুপুরুষবাদ স্বীকার করে তার ভিত্তি স্থাপন করে।

পুরুষ চেতন কিন্তু নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি সক্রিয় কিন্তু অচেতন। এই বিরুদ্ধ স্বভাবের দুটি সত্তার সংযোগ কীভাবে সম্ভব, এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্যকারগণ ‘পশু ও অন্ধ’ ব্যক্তির মিলনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কিন্তু চলনশক্তিহীন পশু ব্যক্তি এবং দৃষ্টিশক্তিহীন কিন্তু চলন শক্তিসম্পন্ন অন্ধব্যক্তি, উভয়ে মিলে যেমন একটি অরণ্য অতিক্রম করতে পারে, তেমনি নিষ্ক্রিয় কিন্তু সচেতন পুরুষ এবং সক্রিয় কিন্তু অচেতন প্রকৃতির সংযোগে জগতের সৃষ্টি হয়। সাংখ্যকারিকা ২১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে – “পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পশুদ্বন্দ্বভয়োরপি সংযোগন্তৎকৃতঃ সর্গঃ।।” অর্থাৎ, পুরুষের মুক্তির জন্য এবং প্রধানের (প্রকৃতির) ভোগের জন্য পশু ও অন্ধের মতো উভয়ের সংযোগ হয় এবং এই সংযোগবশতই জগতের সৃষ্টি হয়। এই দৃষ্টান্তটি সাংখ্যের দ্বৈতবাদের একটি মৌলিক ব্যাখ্যা। এটি দেখায় যে, যদিও পুরুষ ও প্রকৃতি গুণগতভাবে ভিন্ন, তাদের পারস্পরিক প্রয়োজন (পুরুষের ভোগ ও কৈবল্য, প্রকৃতির সৃষ্টি ও প্রকাশ) তাদের সংযোগ ঘটায়। এটি কোনো দৈব ইচ্ছার ফল নয়, বরং সত্তাগত প্রয়োজনের ফল।

পুরুষকে ‘অসঙ্গ’ ও ‘উদাসীন’ বলা হয়। এর অর্থ হল পুরুষ প্রকৃতির গুণাবলী, কার্য বা পরিণাম দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সুখ-দুঃখাদিকে স্পর্শ করে না। অজ্ঞানবশত পুরুষ যখন নিজেকে প্রকৃতির পরিণাম (যেমন – বুদ্ধি, অহংকার) এর সাথে একাত্ম মনে করে, তখনই সে বন্ধন ও দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু স্বরূপত পুরুষ নিত্যমুক্ত ও বন্ধনহীন। পুরুষের এই অসঙ্গ ও উদাসীন প্রকৃতিই তার বহুত্বকে আরও জটিল করে তোলে। কারণ, যদি তারা এতই অভিন্ন হয়, তাহলে তাদের বহুত্ব কীভাবে সম্ভব – এই প্রশ্নটি সমালোচকদের দ্বারা উত্থাপিত হয়।

পুরুষের নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রকৃতির অচেতন সক্রিয়তা তাদের সংযোগকে অপরিহার্য করে তোলে। এই সংযোগই জগতের অভিব্যক্তি বা সৃষ্টির মূল কারণ। যদি পুরুষ নিষ্ক্রিয় না হত, তবে সে নিজেই সৃষ্টি করতে পারত, প্রকৃতির প্রয়োজন হত না। আবার প্রকৃতি অচেতন হওয়ায়, পুরুষের চেতন্য ছাড়া তার সক্রিয়তার কোনো উদ্দেশ্য বা দিক নির্দেশনা থাকত না। সাংখ্যীয় স্বীকার্য অনুযায়ী, পুরুষ চেতন কিন্তু নিষ্ক্রিয়; প্রকৃতি অচেতন কিন্তু সক্রিয়। এই দুটি বিপরীত সত্তা কীভাবে জগতের সৃষ্টিতে সহযোগিতা করে, তার সমাধান পশু-অন্ধ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ‘উপকার্য-উপকারক ভাব’ (mutual benefit) সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। পুরুষের ভোগ ও কৈবল্যের আকাঙ্ক্ষা (পুরুষার্থ) এবং প্রকৃতির প্রকাশের সহজাত প্রবণতা (প্রসবধর্মিতা) তাদের সংযোগ ঘটায়। এই সংযোগই জগতের অভিব্যক্তির কারণ। এই সংযোগের ফলে প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মক উপাদানগুলি থেকে মহৎ, অহংকার, ইন্দ্রিয়াদি এবং পঞ্চ মহাত্ম তত্ত্বের ক্রমবিকাশ ঘটে। পুরুষের অসঙ্গ ও উদাসীন প্রকৃতি মোক্ষলাভের ধারণাকে নতুন মাত্রা দেয়। এটি বোঝায় যে মুক্তি কোনো নতুন প্রাপ্তি নয়, বরং অজ্ঞানতার অবসান ঘটিয়ে পুরুষের স্ব-স্বরূপে অবস্থান। এটি কর্মফল বা দৈব ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আত্ম-উপলব্ধির উপর। পুরুষ নিত্যমুক্ত, অসঙ্গ, অবিকারী। পুরুষ যখন অজ্ঞানতাবশত নিজেকে প্রকৃতির পরিণাম (দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার) এর সাথে একাত্ম মনে করে, তখন সে বদ্ধ হয়। দুঃখের আত্মস্তিক নিবৃত্তি বা কৈবল্য তখনই সম্ভব যখন পুরুষ তার প্রকৃত অসঙ্গ স্বরূপকে উপলব্ধি করে এবং প্রকৃতি থেকে নিজেকে ভিন্ন জানে (বিবেকজ্ঞান)। এই ধারণাটি মুক্তির প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণ ও জ্ঞানভিত্তিক করে তোলে। এটি কোনো বাহ্যিক সত্তা (যেমন ঈশ্বর) বা কর্মের ফল নয়, বরং আত্ম-উপলব্ধি। এটি সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদী প্রবণতাকে সমর্থন করে।

বহুপুরুষবাদ : ভিত্তি ও প্রমাণ - সাংখ্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রকৃতি এক হলেও পুরুষকে বহু স্বীকার করা হয়েছে। ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্যকারিকার ১৮ নং কারিকায় বহুপুরুষবাদের সমর্থনে তিনটি প্রধান যুক্তি উপস্থাপন করেছেন -

১. জন্ম-মরণ-করণানাম্ প্রতিনিয়মাৎ অযুগপৎ প্রবৃত্তেচ্চ (জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা এবং একযোগে প্রবৃত্তির অভাব) : যদি পুরুষ এক হত, তাহলে একজনের জন্ম বা মৃত্যু হলে সকলের জন্ম বা মৃত্যু হত। একজনের ইন্দ্রিয় বিকল হলে সকলেরই তা হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। একইভাবে, সমস্ত জীবের প্রবৃত্তি (কর্মপ্রবণতা) একসাথে হয় না। একজন

যখন কাজ করে, তখন অন্যজন নিদ্রা যায়। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি প্রমাণ করে যে পুরুষ বহু। মূল শ্লোকটি হল – “জননমরণকরণানাম্‌ প্রতিনিয়মাৎ অযুগপৎ প্রবৃত্তেচ। পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াচ্চৈব।।” (সাংখ্যকারিকা ১৮)

২. ত্রিগুণ্যবিপর্যয়াৎ (ত্রিগুণের তারতম্য) : সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের তারতম্য থেকে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। কারো মধ্যে সত্ত্ব প্রবল (যেমন দেবতা, মুনি), কারো মধ্যে রজঃ প্রবল (যেমন সাধারণ মানুষ), আবার কারো মধ্যে তমঃ প্রবল (যেমন পশু)। যদি সকল জীবের আত্মা এক হত, তাহলে এই প্রকার ত্রিগুণ বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা সম্ভব হত না।

৩. পুরুষস্য কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেচ (কৈবল্যের প্রতি পুরুষের প্রবৃত্তি) : কোনো কোনো পুরুষের কৈবল্য বা দুঃখের আত্মস্তিক নিবৃত্তির প্রতি প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই প্রবৃত্তি প্রকৃতির অতীত পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। যদি পুরুষ এক হত, তাহলে একজনের মুক্তি হলে সকলের মুক্তি হত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কিছু পুরুষ বদ্ধ থাকে, আবার কিছু পুরুষ মুক্তি লাভ করে। এই ভিন্ন ভিন্ন মোক্ষপ্রাপ্তি প্রমাণ করে যে পুরুষ বহু। এই যুক্তিগুলি সাংখ্যের বহুপুরুষবাদের শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করে এবং জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা প্রদান করে।

বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য ও তাদের ব্যাখ্যার গভীরতা :

বাচস্পতি মিশ্র (তত্ত্বকৌমুদী) : তিনি সাংখ্যকারিকার একজন গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যকার। বাচস্পতি মিশ্র ‘ত্রৈগুণ্য বিপর্যয়ের অর্থ’ তিনগুণের অন্যথাভাব বা তারতম্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, কোনো কোনো জীব সত্ত্ববহুল, কেউ রজোবহুল, আবার কেউ তমোবহুল। এ ধরনের ত্রৈগুণ্যের পার্থক্য হত না, যদি পুরুষ মাত্র এক হত। তিনি জ্ঞান উৎপত্তির জন্য বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্বনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা সাংখ্যের জটিল ধারণাগুলিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে এবং বহুপুরুষবাদের পক্ষে যুক্তিগুলিকে সুসংহত করে।

বিজ্ঞানভিক্ষু (সাংখ্যপ্রবচন সূত্র ভাষ্য) : তিনি সাংখ্য বহুপুরুষবাদের একজন দৃঢ় সমর্থক। বিজ্ঞানভিক্ষু ‘জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্’ (সাংখ্যপ্রবচন সূত্র- ১/১৪৯) সূত্রের সমর্থনে বলেন যে, পুণ্যবান স্বর্গে যায়, পাপী নরকে যায়, অজ্ঞ বদ্ধ থাকে, জ্ঞানী মুক্তি লাভ করে। জগতে এই ভিন্ন ব্যবস্থা বহু পুরুষ স্বীকার না করলে সম্ভব হত না। তিনি ‘অন্যোন্য়প্রতিবিম্ববাদ’ মতবাদ দেন, যেখানে জ্ঞানোৎপত্তির জন্য বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্বন এবং পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বন উভয়ই প্রয়োজন। বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা বহুপুরুষবাদের ব্যবহারিক ও নৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরে, যা জীবের কর্মফল ও স্বতন্ত্র গতির ধারণাকে সমর্থন করে।

জীবের স্বতন্ত্র ভোগ, কর্মফল ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার দার্শনিক বিশ্লেষণ : সাংখ্যমতে, প্রতিটি পুরুষ তার নিজস্ব কর্মফল অনুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যদি পুরুষ এক হত, তাহলে একজনের ভোগ সকলের ভোগ হত, যা বাস্তবসম্মত নয়। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি পুরুষের স্বতন্ত্র। কিছু পুরুষ মুক্তি লাভ করে, আবার কিছু পুরুষ সংসারে আবদ্ধ থাকে। এই ভিন্ন ভিন্ন মোক্ষপ্রাপ্তি প্রমাণ করে যে পুরুষ বহু। বহুপুরুষবাদ জীবের ব্যক্তিগত দায়িত্ব, কর্মের ফল এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

জগতের অগণিত জীবের জন্ম, মৃত্যু, ইন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি, ভোগ এবং মুক্তির অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র। সাংখ্যীয় দাবি অনুযায়ী, যদি পুরুষ এক হয়, তাহলে একজনের জন্ম হলে সকলের জন্ম হত, একজনের দুঃখ হলে সকলের দুঃখ হত, একজনের মুক্তি হলে সকলের মুক্তি হত। কিন্তু এই অনুসিদ্ধান্ত বাস্তবতার সাথে মেলে না। এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য সাংখ্যকে বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়েছে। অর্থাৎ, জীবের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যই বহুপুরুষবাদের কারণ। এই বহুপুরুষবাদ কর্মফল এবং পুনর্জন্মের ধারণাকে সাংখ্য দর্শনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। যেহেতু প্রতিটি পুরুষ স্বতন্ত্র, তাই তার কর্মফলও স্বতন্ত্র হবে এবং সেই ফল ভোগ করার জন্য তাকে স্বতন্ত্রভাবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে। কর্মফলের ভিন্নতা ব্যাখ্যা করার জন্য বহু পুরুষের অস্তিত্ব অপরিহার্য। যেহেতু পুরুষ বহু, তাই প্রতিটি পুরুষ তার নিজস্ব কর্মফল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভোগ

ও মুক্তি লাভ করে। এটি পুনর্জন্মের ধারণাকে যৌক্তিক ভিত্তি দেয়, যেখানে প্রতিটি পুরুষ তার অসম্পূর্ণ কর্মফল পূর্ণ করার জন্য বারবার জন্ম নেয়। এই ধারণাটি ভারতীয় ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারায় কর্ম ও পুনর্জন্মের কেন্দ্রীয় ভূমিকাকে সাংখ্য দৃষ্টিকোণ থেকে সুসংহত করে তোলে।

বহুপুরুষবাদের সমালোচনা ও সাংখ্যের উত্তর : সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ বিভিন্ন দার্শনিক দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনসহ অনেক সমালোচক মনে করেন যে, জন্ম, মৃত্যু, ইন্দ্রিয় বিকলতা ইত্যাদি আত্মার ধর্ম নয়, বরং দেহের ধর্ম। পুরুষ নিত্য, অসঙ্গ ও অবিকারী হওয়ায় তার জন্ম বা মৃত্যু হতে পারে না। এই পার্থক্যগুলি জীবের বহুত্ব প্রমাণ করে, আত্মার বহুত্ব নয়। যদি পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ ও সর্বব্যাপী হয়, তাহলে এক পুরুষ থেকে অপর পুরুষের সামান্যতম পার্থক্য না থাকলে বহুপুরুষবাদ স্বীকার করার কোনো যুক্তি থাকে না। সর্বব্যাপিত্বের সঙ্গে বহুত্বের বিরোধ দেখা যায়, কারণ বহু পুরুষ থাকলে এক পুরুষ অন্য পুরুষ দ্বারা সীমিত হবে, যা পুরুষের সর্বব্যাপিত্বের ধারণার পরিপন্থী।

সাংখ্য এই সমালোচনার উত্তরে বলতে পারে যে, যদিও পুরুষ স্বরূপত নিত্য ও অবিকারী, তবুও অজ্ঞানবশত সে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম মনে করে এবং এই একাত্মতার ফলেই জন্ম, মৃত্যু, ভোগ ইত্যাদির অভিজ্ঞতা লাভ করে। পুরুষের বহুত্ব স্বীকার না করলে জীবের স্বতন্ত্র কর্মফল ও মুক্তির ব্যাখ্যা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাংখ্য মতে, পুরুষেরা গুণগতভাবে অভিন্ন হলেও তাদের উপাধিগত পার্থক্য রয়েছে, যা তাদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার কারণ। এই উপাধিগত পার্থক্যই বহুত্বের ব্যবহারিক ভিত্তি প্রদান করে।

সারণী : বহুপুরুষবাদের সমর্থনে সাংখ্যসম্মত যুক্তি ও ব্যাখ্যা

যুক্তি	ব্যাখ্যা	প্রাসঙ্গিক সূত্র/কারিকা	ভাষ্যকারদের মন্তব্য
জন্ম-মরণ-করণানাম্ প্রতিনিয়মাত্ অযুগপৎ প্রবৃত্তেচ	জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের ভিন্নতা এবং একযোগে প্রবৃত্তির অভাব। একজনের জন্ম বা মৃত্যু হলে সকলের জন্ম বা মৃত্যু হত না, একজনের ইন্দ্রিয় বিকল হলে সকলের তা হত না। সকলের প্রবৃত্তিও একযোগে হয় না।	সাংখ্যকারিকা ১৮	বাচস্পতি মিশ্র, বিজ্ঞানভিক্ষু এই বাস্তব বৈচিত্র্যকে বহুপুরুষবাদের প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।
ত্রিগুণাবিপর্য়য়াত্	সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের তারতম্য। জীবভেদে গুণের প্রাধান্য ভিন্ন হয় (যেমন দেবতা, মানুষ, পশু)। এক পুরুষ হলে এই বৈচিত্র্য সম্ভব হত না।	সাংখ্যকারিকা ১৮	বাচস্পতি মিশ্র এই তারতম্যকে পুরুষের বহুত্বের প্রমাণ হিসেবে দেখেছেন।
পুরুষস্য কৈবল্যার্থৎ প্রবৃত্তেচ	কৈবল্যের প্রতি পুরুষের স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি। একজনের মুক্তি অন্যজনের মুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, যা স্বতন্ত্র পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।	সাংখ্যকারিকা ১৮	বিজ্ঞানভিক্ষু কর্মফল ও মুক্তির ভিন্নতাকে বহুপুরুষবাদের সপক্ষে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন।

৪. প্রকৃতি ও জীব-জগতের বৈচিত্র্য : সাংখ্য মতে, প্রকৃতি জগতের আদি উপাদান ও অধিষ্ঠান। জগতের মূল কারণ, যা নিজে অকারণ। প্রকৃতি নিত্য, অব্যক্ত (ইন্দ্রিয়গোচর নয়), সর্বব্যাপী, অসীম এবং জগতের আদিকারণরূপ জড়শক্তি। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা। এই গুণগুলি যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন তাদের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে পরিণাম ঘটে (স্বরূপ পরিণাম বা সদৃশ পরিণাম)। যখন এই সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়, তখন গুণত্রয়ের পারস্পরিক শক্তির

অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটে, যার ফলে বিরূপ পরিণাম বা বিসদৃশ পরিণাম হয়, এবং জগতের সৃষ্টি ঘটে। প্রকৃতির এই ত্রিগুণাত্মক ও পরিণামী স্বরূপই জীব-জগতের বৈচিত্র্যের মূল উৎস।

সত্ত্বগুণ লঘু, প্রকাশক ও সুখাত্মক। রজোগুণ চালক, আরম্ভক ও দুঃখাত্মক। তমোগুণ গুরু, আবরক ও মোহস্বরূপ। এই গুণগুলি পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাব হলেও কার্যক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হয়। জগতের কোনো বস্তুই কেবল একটি গুণের দ্বারা গঠিত নয়; প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই ত্রিবিধ গুণ বর্তমান, তবে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি গুণের প্রাধান্য থাকে। জীবদেহেও এই ত্রিগুণের তারতম্য দেখা যায়, যা তাদের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। যেমন, দেবতাদিগের মধ্যে সত্ত্ব, মানুষের মধ্যে রজঃ এবং পশুপক্ষীর মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য। এই গুণত্রয়ের জটিল মিথস্ক্রিয়াই জীবজগতের শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক বৈচিত্র্যের মৌলিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

সুতরাং, সত্ত্ব, রাজস, তামস – সাংখ্য দর্শনে জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের উৎস। এই গুণগুলি প্রকৃতির মূল স্বরূপে অনৈক্য সৃষ্টি করে - সত্ত্বগুণ আলো, জ্ঞান এবং স্থিতির কারণ, রাজস কর্ম-পীড়া ও আকাজক্ষা প্রদান করে, তামস জড়তা, বিষন্নতা ও অজ্ঞতা বয়ে আনে। এই গুণগুলির আপেক্ষিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় বিভিন্ন জীবের মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতিতে ভিন্নতা প্রাপ্তিতে ভূমিকা রাখে।

নীচের সারণীতে বিভিন্ন জীবের মধ্যে গুণের আধিক্যের উদাহরণ দেওয়া হল -

গুণ	প্রধান বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ জীব
সত্ত্ব (Sattva)	জ্ঞান-প্রতিরূপ, নিয়ন্ত্রিত ও হালকা, আনন্দদায়ক	দেবতা, ঋষি, গুরুজন (ধীর মেধাবী, সদাচারী)
রাজস (Rajas)	সক্রিয়তা, স্পৃহা ও কামনামূলক, উত্তেজক	সাধারণ মানুষ, যোদ্ধা (উদ্যমী, লড়াই)
তামস (Tamas)	জড়তা, অভাববাদী, নিদ্রা ও অজ্ঞতা	পশু-পাখি, অল্পমেধাবী (জড়তাপূর্ণ, দুর্বল)

পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হওয়ার ফলে জগতের অভিব্যক্তি হয়। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া পর্যায়ক্রমিক। প্রকৃতির প্রথম বিরূপপরিণাম হল মহৎতত্ত্ব বা বুদ্ধি। এটি জগতের যাবতীয় বস্তুর বীজ এবং নিজেকে ও অন্যকে প্রকাশ করে। মহৎ থেকে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই বোধ অহংকারের প্রধান লক্ষণ। এটি সাদৃতিক, রাজসিক ও তামসিক তিন প্রকারের হতে পারে। অহঙ্কার থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন) এবং পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) উৎপন্ন হয়। পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) সৃষ্টি হয়। সাংখ্যদর্শনে উল্লেখিত ২৫টি তত্ত্বের মধ্যে ২৪টি তত্ত্ব প্রকৃতির বিবর্তন। প্রত্যেক স্তর পরবর্তী স্তরের উৎপত্তির পূর্বশর্ত, যেখানে ১ম স্তর মূলপ্রকৃতি আর ২৫ তম স্তর হল পুরুষ নিজেই।

এই পঁচিশটি তত্ত্বের (প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহংকার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত) যথার্থ জ্ঞানই সাংখ্যমতে মোক্ষলাভের পথ। এই ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়াটি সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তারিত চিত্র প্রদান করে, যা জীব-জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করে। এই স্তরগুলো নির্মাণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জগতের সমস্ত জটিল কাঠামো বিকশিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, - মূলপ্রকৃতির অস্থির ভারসাম্য ভঙ্গ হলে মহৎ উৎপত্তি লাভ করে, তার পর অহংকার ও মন প্রণয়ন হয়; চূড়ান্তে সূক্ষ্ম তত্ত্ব থেকে বৃহৎ পদার্থ (পঞ্চভূত) পর্যায়ে বিস্তৃতি হয়। এই ধারাবাহিক বিবর্তনই সৃষ্টির খোলনিলা আর প্রাণীদের ভিন্ন-ভিন্ন দেহপাত প্রকৃতি-চয়নের অভিনব ফল।

জীব-জগতের বৈচিত্র্য প্রকৃতির পরিণামের ফল। প্রকৃতিই জগতের আদি উপাদান ও অধিষ্ঠান, এবং বিচিত্র জগৎ প্রকৃতির পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতির গুণত্রয়ের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) সাম্যাবস্থার বিনষ্ট হওয়া এবং তাদের বিরূপ পরিণামের মাধ্যমেই এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি হয়। জিনগত, প্রজাতিগত এবং বাস্তুতন্ত্রগত বৈচিত্র্য (আধুনিক জীববিজ্ঞানের ধারণা) সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি রূপে দেখা যেতে পারে, যেখানে প্রতিটি জীবের স্বতন্ত্র পুরুষ তার নিজস্ব প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করে। সাংখ্য দর্শন জীববৈচিত্র্যকে কেবল বাহ্যিক রূপের

ভিন্নতা হিসেবে দেখে না, প্রতিটি জীবের অন্তর্নিহিত গুণগত পার্থক্য এবং তাদের স্বতন্ত্র ভোগ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্কিত করে।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়ে বিরূপ পরিণামের মাধ্যমেই জগতের সৃষ্টি হয় এবং জীবজগতের বৈচিত্র্য উদ্ভূত হয়। এই বৈচিত্র্য কেবল বাহ্যিক রূপের নয়, বরং প্রতিটি জীবের অন্তর্নিহিত গুণগত পার্থক্য (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এর তারতম্য) এবং তাদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতারও কারণ। যদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বজায় থাকত, তাহলে কোনো সৃষ্টিই হত না। তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং একটি গুণের প্রাধান্যই বিভিন্ন রূপ, স্বভাব ও অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। প্রকৃতির স্বরূপ ত্রিগুণাত্মক (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) এবং পরিণামী। এই গুণগুলির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে বিরূপ পরিণাম ঘটলে জগতের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি জীবের মধ্যে এই ত্রিগুণের আনুপাতিক তারতম্য দেখা যায় (যেমন দেবতা, মানুষ, পশু)। এই গুণগত তারতম্যই প্রতিটি জীবের শারীরিক, মানসিক, এবং চারিত্রিক বৈচিত্র্যের মূল কারণ। অর্থাৎ, প্রকৃতির গুণত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন সংমিশ্রণই জীবজগতের বৈচিত্র্যকে জন্ম দেয়। সাংখ্যের এই সৃষ্টিতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদের সাথে তুলনীয় হতে পারে, যদিও তাদের মৌলিক ভিত্তি ভিন্ন। সাংখ্য মতে, বিবর্তন প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত পরিণাম, যা পুরুষের ভোগ ও মুক্তির উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়, এবং কোনো দৈব ইচ্ছার ফল নয়।

উপসংহার : সাংখ্য দর্শন, তার দ্বৈতবাদী কাঠামো এবং বহুপুরুষবাদের ধারণার মাধ্যমে, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় এক স্বতন্ত্র ও গভীর অবদান রেখেছে। পুরুষকে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ সত্তা হিসেবে বর্ণনা করে সাংখ্য দেখিয়েছে যে, জীবের দুঃখ ও বন্ধন তার প্রকৃত স্বরূপের অজ্ঞানতা থেকে উদ্ভূত হয়। পশু-অন্ধ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের ব্যাখ্যা এই দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের একটি মৌলিক দিক, যা অচেতন প্রকৃতির সক্রিয়তা এবং নিষ্ক্রিয় পুরুষের চৈতন্যকে একত্রিত করে জগতের অভিব্যক্তি ঘটায়।

বহু পুরুষবাদের ধারণা সাংখ্যের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা জীবের জন্ম, মৃত্যু, ভোগ, কর্মফল এবং মুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈচিত্র্যকে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করে। সাংখ্যকারিকার ১৮ নং শ্লোকে বর্ণিত যুক্তিগুলি (জন্ম-মৃত্যু-ইন্দ্রিয়ের ভিন্নতা, একযোগে প্রবৃত্তির অভাব, ত্রিগুণের তারতম্য, এবং কৈবল্যের প্রতি স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি) এই বহুত্বের ধারণাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষুর মতো ভাষ্যকারগণ এই যুক্তিগুলিকে আরও বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করে বহু পুরুষবাদের দার্শনিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেছেন, যা প্রতিটি জীবের স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক যাত্রার উপর জোর দেয়।

প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মক (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) এবং পরিণামী স্বরূপ জীব-জগতের বৈচিত্র্যের মূল কারণ। এই গুণগুলির সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়ে বিরূপ পরিণামের মাধ্যমেই মহৎ থেকে পঞ্চ মহাভূত পর্যন্ত ২৩টি তত্ত্বের ক্রমবিকাশ ঘটে, যা সমগ্র স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের সৃষ্টি করে। জীবদেহে গুণের তারতম্যই তাদের শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক ভিন্নতার জন্ম দেয়। সাংখ্য মতে, এই বিবর্তন প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত পরিণাম, যা পুরুষের ভোগ ও মুক্তির উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়।

সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ ও গুণবৈচিত্র্যের তত্ত্ব জীবজগতের বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যকে যৌক্তিক ভিত্তিতে স্থাপন করেছে। এই দর্শনের মাধ্যমে বোঝা যায় কেন প্রতিটি প্রাণীর অভিজ্ঞতা আলাদা, কেন সমাজে ন্যায়বিচার এবং কর্ম ফল সমান থাকে না। এভাবেই সাংখ্য দর্শন জগত ও আত্মা সম্পর্কে গভীর দার্শনিক উপলব্ধি প্রদান করে, যা শেষপর্যন্ত শোক ও অজ্ঞতার মোহ দূর করে অন্তর্দর্শন এবং সদাচরণ অনুশীলনের দিকে পরিচালিত করে।

সামগ্রিকভাবে, সাংখ্য দর্শন কেবল তত্ত্বীয় আলোচনা নয়, জীবনের দুঃখ নিবৃত্তি এবং পরমার্থিক মুক্তির এক সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশ করে। এর নিরীশ্বরবাদী প্রবণতা এবং কঠোর যুক্তিনির্ভরতা অন্যান্য ভারতীয় দর্শন থেকে পৃথক করে তোলে। সাংখ্যের এই গভীর চিন্তা আধুনিক যুগেও চেতনা, স্বত্বা এবং বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

Bibliography:

Sāṃkhyakārikā. Compiled by Purnachandra Vedantachunchu-Sankhya Bhusan Sahityacharya, Paschimanga Rajya Pustak Parshad, 1901

- Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy*, Vol. I, Cambridge University Press, 1922
- Radhakrishnan, Sarvepalli, editor. *Indian Philosophy*, Vol. I. Oxford University Press, 1953
- শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য, সাংখ্যদর্শন (১৩২৬ কলিকাতা)
- মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রথ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, মার্চ, ১৯৯৯
- চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ, ভারতীয় দর্শন, দত্ত পাবলিশার্স, ৩/১ কলেজ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭
- Vācaspati Miśra. *Sāṃkhyatattvakaumudī*. Bodhānanda Press, 1916
- Vijñānabhikṣu. *Sāṃkhyatattvakaumudī (Īditāmṛta)*. Edited by Raghunath Dikshit, Chowkhambā Series, 1967
- Gramann, R. (2014). *The Samkhya Philosophy: A Study of its Metaphysics and Epistemology*
- Larson, G. J. (2013). *Classical Sāṃkhya: An Interpretation of Its History and Meaning*
- Radhakrishnan, S., & Moore, C. A. (1956). *A Sourcebook in Indian Philosophy*
- Radhakrishnan, S., & Moore, C. A. (1957). *A Sourcebook in Indian Philosophy*
- Sankhya Darshan. (n.d.). *Sankhya Darshan*. Retrieved from <https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.339653/2015.339653.Sankhya-darshan-.pdf>
- IJPREAMS. (2024, August). *The Notion of Purusha (Self) in Samkhya Philosophy: A Psychological Investigation*. Retrieved from https://www.ijprems.com/uploadedfiles/paper/issue_8_august_2024/35797/final/fin_ijprems_1725803739.pdf
- Basu, R. (2012, December 1). *Samkhya Philosophy: About the Creations*. Horoppa. Retrieved from <https://horoppa.wordpress.com/2012/12/01/5683-samkhya-philosophy-about-the-creations/>
- Sanyal, Jagadiswar, Guide to Indian Philosophy, Sribhumi Publishing Company, Calcutta-9, 1991